দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ NOV 16 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

ফলাফলে মেয়েরা এগিয়ে

পড়াশোনায় মেয়েরা ক্রমেই অগ্রগতি অর্জন করছে। কিন্তু সে তুলনায় মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই দেশে। পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে অনেকে ঝরে পড়ছে শুরুতেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের পৃথক স্কুল, কলেজ থাকলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক কোন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নেই। মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রতি বছর অসংখ্য মেধাবী মেয়ে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার থেকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণে অধিকাংশ অভিভাবকই এখন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি করানোর উৎসাহও হারিয়ে ফেলেছে।

অতি সম্প্রতি প্রকাশিত '৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে মেয়েদের সাফল্যের চিত্রই ফুটে উঠে। এবারের প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সবদিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। কেবল পাসের হারের দিক থেকেই মেয়েরা এগিয়ে নয়, কোন কোন বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকাতেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভাল করেছে। প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মেয়েদের গড় পাসের হার ছেলেদের চেয়ে বেশী। পাঁচ বোর্ডের সবক'টিতে মেয়েদের পাসের হার বেশী। পড়াশোনার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে ছেলেরা। পাঁচ বোর্ডের ফলাফলে মেয়েদের পাসের হার ৫৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ এবং ছেলেদের গড় পাসের হার ৫১ দশমিক ৫৩। পাঁচ বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৮৯৭ জন। এরমধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৭৫ হাজার ১৭৯ জন। মোট ২ লাখ ৪ হাজার ৩৯৪ জন মেয়ে পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৪৪৮ জন। এছাড়া সব বোর্ডেই মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের তুলনায় বেশী। ঢাকা বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৫০ দমমিক ০৮ শতাংশ, মেয়েদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪২ এবং মেয়েদের ৬৬ দশমিক ৬৩। চট্টগ্রাম বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৬৭ দশমিক ৯৯ এবং মেয়েদের ৭০ দশমিক ৩২। যশোর বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৪০ দশমিক ৮৮ এবং মেয়েদের ৪৫ দশমিক ৯১। কুমিল্লা বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৪৪ দশমিক ২৫ এবং মেয়েদের ৪৭ দশমিক ৩৭।

কেবল পাসের হারের দিক থেকে নয়, মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায়ও মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডের মানবিক বিভাগের ২০টি মেধা স্থানের মধ্যে ১৩টি দখল করেছে মেয়েরা। বাণিজ্য বিভাগের ২০টি মেধা তালিকায় যে ২৫ জন স্থান পেয়েছে এর মধ্যে ২০টিই দখল করেছে মেয়েরা। যশোর বোর্ডের মানবিক বিভাগের ২০টি মেধা স্থানের মধ্যে ১৩টি দখল করেছে মেয়েরা। কিছুদিন পরেই শুরু হবে ভর্তি যুদ্ধের পালা। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও ভর্তি যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। দেশে উচ্চ শিক্ষার আসন খুবই সীমিত। মেয়েদের এই সাফল্যের ধারাকে ধরে রাখার মত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেই। অনেক মেধাবী মেয়ের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে না পরিবেশের কারণে। মেয়েদের জন্য আলাদা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে উঠেনি। মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী দীর্ঘদিনের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে মাত্র ১৫টি মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭টি, বরিশাল বিভাগে ৫টি, খুলনা বিভাগে ১টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২টি। সিলেট বিভাগে কোন মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স নেই। যে ১৫টি মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে এর সবগুলোই কোন-না কোন বিভাগীয় সদর বা জেলা সদরে অবস্থিত। এগুলোর আসন সংখ্যাও সীমিত। এগুলোতে আবাসিক সুবিধা পর্যাপ্ত না থাকায় মফস্বলের কোন মেধাবী মেয়ে ইচ্ছা করলেই এসব কলেজে এসে অনার্স কোর্স পড়তে পারে না। সুতরাং পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভাল করলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা কতটুকু ধরে রাখা যাবে তাই প্রশ্ন। উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মেধাবী মেয়েরা যাবে কোথায়। এর দায় নিবে কে?

❑ রোমেনা আক্তার খানম